অমর চিত্র কথা

নং 367 টা. 5/-

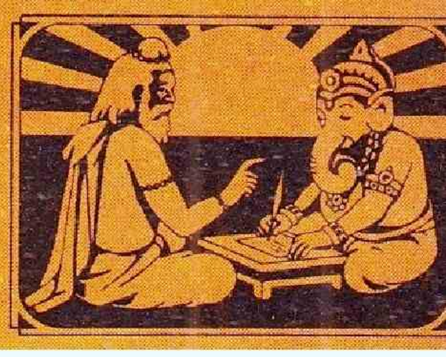

অর্জুনের দৈবাস্ত্র লাভ

মহাভারত-২০

অমর চিত্র কথা
সম্পাদক
অনন্ত পাই
সহ-সম্পাদিকা
শুভা খাণ্ডেকর
অধস্তন সম্পাদিকা
সুমনা রায়
কথক
মিলাধি
চিত্রকার
দিলীপ কদম
শিল্প-উপদেষ্টা
রাম ওয়াঈরকার
ভাষান্তর
দেবরাণী মিত্র
প্রস্তুত-কারক
গোবিন্দ কোটয়ানী
প্রস্তুতি-সহায়িকা
অনুরাধা সরকার
তথ্য-সংগ্রাহিকা
শোভা রাও

*

প্রকাশনায়:
এইচ. জি. মীরচন্দানী
ইণ্ডিয়া বুক হাউস
প্রাঃ লিঃ,
মহালক্ষ্মী চেম্বার্স
ভুলাভাই দেশাই রোড,
বোম্বে ৪০০ ০২৬—এর পক্ষে
এবং তাঁর দ্বারা আই. বি.
এইচ. প্রিন্টার্স মারোল নাকা,
মথুরাদাস ভীষানজী রোড,
বোম্বে ৪০০ ০৫৯ থেকে মুদ্রিত।
© ইণ্ডিয়া বুক হাউস
প্রাঃ লিঃ, বোম্বে ৪০০ ০২৬
দ্বারা সবস্বত্ব সংরক্ষিত, ১৯৮৪।
বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন: ৩৪-৮০৪৩

মহাভারত-২০

ভরত বংশীয়দের নিয়ে লেখা ব্যাসদেবের মহাকাব্য, অমর ঋষি ব্যাসদেবের নির্দেশেই, তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন সর্বপ্রথম জনসমক্ষে পাঠ করেছিলেন।

এটি পাঠ করা হয়েছিল, ব্যাসদেবের পৌত্রের প্রপৌত্র রাজা জনমেজয় আর তাঁর আয়োজিত সর্পসত্রে (১২ বৎসর ব্যাপী সর্পযজ্ঞ) আগত অনেক প্রাজ্ঞ ঋষিদের মহিমান্বিত উপস্থিতিতে।

ব্যাসদেবের মহাকাব্য, মহাভারতের বৈশম্পায়নকৃত পাঠের যে অনুকথন আমরা পরিবেশন করছি তার উনবিংশ পর্যায়ে ছিল পাণ্ডবেরা আর তাদের স্ত্রী দ্রৌপদী রাজ্যচ্যুত হয়ে কি ভাবে বনবাসে কাটাল আর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রস্নেহ তাদের ফিরিয়ে আনার পথে কিরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল, তার বর্ননা। এটি শেষ হয়েছিল, কি করে অর্জুন, গোপন-বিদ্যা প্রতিস্মৃতি লাভ করে, কৌরবদের সংগে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দিব্যাস্ত্রের সন্ধানে গিয়েছিল, তার বিবরনে।

অমর চিত্র কথা এর আগে মহাভারতের অনেকগুলি জনপ্রিয় কাহিনীর পরিবেশন করেছে। সেগুলি নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের আবেগ আর চিত্তাকর্ষক আবেদনের ভিত্তিতে। আর চিত্র-কথার অনুযোগী করে সেগুলির অনেক সময় পরিবর্তনও করা হয়েছিল অল্প-বিস্তর।

৬০ খণ্ডে সমাপ্য বর্তমান সিরিজে কিন্তু প্রয়োজন মতো সংক্ষেপিত করা সত্ত্বেও মূল সংস্কৃত রচনাকে অব্যতিক্রমে অনুসরন করা হয়েছে।

এগুলির বাংলা সংস্করনে ভাষা কিছুটা সংস্কৃত-ঘেঁষা করা হয়েছে কাহিনীর পৌরানিকত্বের মর্যাদায়।

মহাভারত-২০

অর্জুনের দিব্যাস্ত্র লাভ

যুধিষ্ঠিরের আদেশ পেয়ে, অর্জুন, গোপন বিদ্যা প্রতিস্মৃতির সাহায্যে দৈবাস্ত্র লাভের জন্য, যাত্রা করার আয়োজন করল। ইন্দ্রের থেকে অস্ত্র পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিধন করার ইচ্ছায় সে মনে মনে জ্বলতে লাগল।

"সে, তার ধনু গাণ্ডীব, দুটি অক্ষয় তূনীর, বর্ম, গোধাংগুলিত্র* আর চর্মনির্মিত কবচ ধারন করে প্রস্তুত হল।

"তারপর, সে অগ্নিদেবকে বন্দনা করে ব্রাহ্মনদের স্বর্নমুদ্রা দক্ষিনাদান করল। ব্রাহ্মনেরা তাকে আশীর্বাদ করে বললেন:"

তোমার অভীষ্ট কাজে গমন কর। তোমার জয়লাভ সুনিশ্চিত।

* আঙুল রক্ষা করার জন্য আবরন

BENG.

"অর্জুনকে বনবেশে সবাইকার থেকে বিদায় নিতে দেখে দ্রৌপদী বললঃ

হে মহাবল ধনঞ্জয়,* আমি প্রার্থনা করি যে, মাতা কুন্তীর মনস্কামনা, তোমার নিজের উচ্চাশা পূর্ণ হোক।

তুমি অস্ত্রের সন্ধানে চলে গেলে তোমার ভ্রাতারা নিঃসন্দেহে তোমার বীরত্বের কথা বারবার স্মরণ করবে। তোমার অবর্তমানে আমরা কেউই ভোগ-ঐশ্বর্যে সান্ত্বনা পাব না।

বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ আর অন্য সব দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন সদা তোমার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখেন।

দ্রৌপদীর কথা শেষ হওয়ার পর অর্জুন ভাইদের প্রদক্ষিণ করে যাত্রাপথের দিকে পা বাড়াল।

* ধন জয় করেছে যে (অর্জুনের আর এক নাম)

"প্রতিস্মৃতি নামক যোগবিদ্যায় অধিকারী হয়ে, অর্জুন মনোরথের গতিতে চলতে লাগল আর এক দিনের মধ্যেই, দেবতাদের বিচরণভূমি, পবিত্র হিমালয়ে এসে পৌঁছল।

"হিমালয় আর গন্ধমাদন পর্বতের উপর দিয়ে অবিশ্রান্তভাবে পথ চলে অর্জুন ইন্দ্রকীল পর্বতে এসে উপস্থিত হল। হঠাৎ সে শুনল –
দাঁড়াও!

"চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে, তৃতীয়-পাণ্ডব, এক গাছের তলায় বসে থাকা, জটাজুটধারী এক তপস্বীকে দেখতে পেল। তাঁর কৃশকায় পিঙ্গলবর্ণ দেহ থেকে দেবজ্যোতির ছটা বেরচ্ছিল।

"সেই মহাতপা অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন:

কে তুমি? ক্ষত্রিয় ব্রতচারীর মতো ধনুর্বান, তলোয়ার, কবচে সজ্জিত হয়ে এখানে এসেছই বা কেন?

এই স্থান, শান্তিকামী, কামহীন, তপস্বী ব্রাহ্মণদের আশ্রম।

এখানে কোনও দিন কোনও যুদ্ধ-সংগ্রাম সংঘটিত হয় নি। সুতরাং এখানে কারুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসার প্রয়োজন নেই।

এখানে এসেই তুমি পরমগতি প্রাপ্ত হয়েছ। সুতরাং সব অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ কর।

এইভাবে সেই পরমতপস্বী বার বার অর্জুনকে অস্ত্রত্যাগের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু অর্জুন কিছুতেই নিরুদ্যম হল না।

"প্রীত আর সন্তুষ্ট হয়ে, তখন সেই মুনি বললেন:

হে অরিজিৎ, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। তোমার অভীষ্ট বর চেয়ে নাও।

"সেই শুনে, কুরুকুলরত্ন মহাবীর অর্জুন তাঁকে প্রনাম করে হাত জোড় করে বলল:

হে দেব! আপনার থেকে সব অস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করতে এখানে এসেছি। দয়া করে আমার এই ইচ্ছে পূর্ন করুন।

"ইন্দ্র একটু হেসে বললেন:

তুমি যখন এখানে এসেই পড়েছ, তখন আর অস্ত্রের প্রয়োজন কি? তার চেয়ে বরং অক্ষয় স্বর্গবাস প্রার্থনা করতে পার।

"ধনঞ্জয় উত্তর দিল:

হে দেবরাজ! আমার লোভও নেই, কামও নেই। দেবত্ব পাওয়ারও কোনও ইচ্ছে নেই।

BanglaBook.org

আমার ভাই-দের বনে ফেলে রেখে, আমি এসেছি, আমাদের শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নেবার উপায় জানতে।
এর অন্যথা করলে, চিরকাল আমার অপযশ বর্তমান থাকবে।
"অর্জুন এই কথা বলাতে, বৃত্রহারী ইন্দ্র তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে মধুরকণ্ঠে বললেন:
বৎস, তুমি যখন শূলধারী শিবের দর্শন পেয়ে তাঁকে তুষ্ট করবে, তখনই আমি তোমায় দৈবাস্ত্র প্রদান করব।
হে কৌন্তেয়, শিবের দর্শন পাওয়ার জন্য যত্ন-বান হও। তারপর, তুমি স্বর্গে পৌঁছতে পারবে।

এই কথা বলে ইন্দ্র অদৃশ্য হলেন। অর্জুন সেখানে আরও কিছুদিন থেকে তপস্যা করতে লাগিল।

"তারপর, অর্জুন, শিবের দর্শনের জন্যে হিমালয়ের শিখরে তপস্যা আরম্ভ করল, শুধু বল্কল আর মৃগচর্ম পরিধান করে, শুকনো পাতা খেয়ে।

প্রথম মাসে সে তিন দিনে একবার করে খেতে লাগল; দ্বিতীয় মাসে ছদিনে একবার আর তৃতীয় মাসে শুধু এক পক্ষে একবার। চতুর্থ মাস থেকে সে রইল কেবল বায়ুভুক হয়ে। পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে হাত তুলে সে তপস্যা করতে লাগল।

"তার এই কঠোর তপস্যা দেখে সেই পর্বতবাসী ঋষিরা শিবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহেশ্বরকে প্রনাম করে তাঁরা বললেন:
হে দেবেশ্বর, মহাতেজা: অর্জুন হিমাচলে তপস্যা আরম্ভ করেছেন। তাঁর প্রচণ্ড তপ:প্রভাবে সারা অঞ্চল ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।
তাঁর কি অভিপ্রায় জানি না। কিন্তু আমরা এই ঘটনায় বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছি।
দয়া করে ওঁকে নিবৃত্ত করুন।
"বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিদের এই কথা শুনে সর্বভূতেশ্বর বললেন:
অর্জুনের ব্যাপারে তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। স্বর্গ, ধন বা অমরত্ব-লাভের কামনা নেই তার।
সে যে কি কি চায়, আমি তা জানি। আজই আমি তার বাসনা পূর্ণ করব।

শিবের কাছে এই মতো আশ্বাস পেয়ে মহর্ষিরা নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। তখন শিব এক কিরাতের বেশ ধারন করলেন। তাঁর অংগকান্তি স্বর্নময় বৃক্ষের মতো শোভা পেল, আর দ্বিতীয় হিমালয়ের মতো বিশালায়ত হয়ে উঠল।

"তিনি তাঁর শূল, ধনুক আর বিষধর সাপের মতো ভীষন শরসমূহ তুলে নিয়ে অবিলম্বে অর্জুনের তপস্যাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সংগে এলেন, সহস্র সহস্র পরিচারিকার সংগে, তাঁর স্ত্রী উমা। উমাও এলেন কিরাতের বেশে। আর এল নানা বেশধারী সহস্র ভূতের দল তাঁদের পশ্চাতে পশ্চাতে।

"অর্জুনের কাছে এসে শিব দেখলেন, মূক নামে এক দানব বরাহের রূপ ধারন করে অর্জুনের দিকে ছুটে যাচ্ছে তাকে সংহার করার আনসে।

"অর্জুনও দেখতে পেয়েছে সেই বরাহকে। সে, তার গাণ্ডীব তুলে নিয়ে, তাতে সাপের মতো খরতর শর রোপন ক’রে, বরাহকে বলল:
আরে দুরাত্মা! আমি তোর কোনো ক্ষতিই করিনি, তবুও আমাকে মারতে উদ্যত হয়েছিস!
তাই, তোকেই আগে যমালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।
"ঠিক সেই সময়, কিরাতরূপী শিব অর্জুনকে শরনিক্ষেপ থেকে নিরস্ত ক’রে বললেন:
হে তাপস, ইন্দ্রকীল পর্বতের মতো দীপ্তিমান এই বরাহকে আমিই প্রথম দেখতে পেয়েছি।
"তাঁর কথায় কর্ণপাত না ক’রে, অর্জুন বরাহের দিকে একটি তীর ছুঁড়ল।

BENG.

"সেই মুহূর্তে, কিরাতও ছুঁড়লেন তাঁর তীর। বজ্রের মতো ছুটে গেল সেই তীর বরাহের দিকে।

"দুটি তীরই একই সময়ে পর্বতপ্রমান শূকরের দেহে এসে বিঁধল। ঘোরতর শব্দে আকাশ-বাতাস ভরে গেল, যেন পর্বতে এসে পড়েছে বজ্রপাত।

"পরে, অর্জুন ও কিরাত দুজনের নিক্ষিপ্ত শরজালে বিদ্ধ হয়ে, সেই বরাহ, তার প্রকৃত দানবের রূপ পরিগ্রহ করে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

"তখন, অর্জুন একটু হেসে কিরাতকে বলল:

কে হে তুমি, এই ভীষণ বনে, মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? ভয়-ডর কি নেই তোমার?

আর, আমি মারার পর ঐ জানোয়ারটাকে মারতে গেলে যে বড়?

এ কাজটা তোমার হয়েছে পুরোপুরি শিকার করার চিরাচরিত বিধি-নিষেধের বাইরে। সুতরাং, আমার হাতে মরাই, তোমার উচিত।

"অর্জুনের এই কথা শুনে, কিরাত তো হেসেই অস্থির। তিনি বললেন,:

আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমরা বনবাসী, বনে ঘুরে বেড়ানোই আমাদের নিত্য-কর্ম।

তা, তোমার তো দেখছি অল্প বয়েস, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষও হয়েছ মনে হচ্ছে। তুমি বাপু কেন একা একা বনে এসে রয়েছ?

BENG.

"অর্জুন বলল:

আমার হাতে রয়েছে গাণ্ডীব, আর আরও সব ভীষন ভীষন অস্ত্র। নির্ভয় মনে, দ্বিতীয় কার্তিকের মতো রয়েছি এই বিশাল বনে।

এই জীবটি, জানোয়ারের রূপ ধরে, এসেছিল আমায় মারতে, উল্টে আমার হাতেই মারা পড়েছে বেচারা।

"কিরাত বললেন:

আরও করেছিলুম আমিই আগে, মরেছেও আমার বানে।

ওহে দুর্বলমতি! অন্যের কীর্তি দিয়ে নিজেকে কীর্তিমান করে তুলতে চাইছ। তাই, আমার হাতেই মরতে হবে তোমায়।

প্রস্তুত হয়ে নাও! এই ছোটাচ্ছি আমার বান, তোমার দিকে।

দেখি, কত তীর ছুঁড়তে পার!

কিরাতের কথায় ক্রোধান্বিত হয়ে, অর্জুন শর-নিক্ষেপ করতে লাগল। মনে মনে তুষ্ট হয়ে, কিরাত সহজেই বানগুলি সহ্য করলেন।

"আর বললেন:

আরও মার! আরও! আরও ধারালো তীর থাকে তো ছোঁড়!

"তখন, দুজনে দুজনকে সাপের মতো চোখা চোখা বান ছুঁড়তে লাগল।

"পরমেশ্বর শংকর অনায়াসেই অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বানগুলি আত্মভূত করে নিলেন আর পর্বতের মতো অক্ষত ও অচল হয়ে রইলেন।

"প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে, অর্জুন প্রশংসাভরে বলে উঠল:
চমৎকার! অপূর্ব!
"আর মনে মনে বলল:
এই পর্বতবাসী ব্যাধের দেহ দেখতে সুকুমার। অথচ, আমার গাণ্ডীব থেকে ছোঁড়া দারুন শক্তিশালী সব বানের আঘাত খেয়েও সে কঠিন শিলার মতো অবিচলিত রয়েছে।
কে এই কিরাত? ইনি কি স্বয়ং রুদ্র*, না অন্য কোনও দেবতা? কিম্বা হয়তো কোনও যক্ষ বা অসুর? শুনেছি এই পর্বতে দেবতারা আনাগোনা করেন।
না, একমাত্র শিবই আমার অবিরাম শরবর্ষণ সহ্য করতে পারেন।
অন্য কোনও গৌণ দেবতা হলে, আমি এক্ষুনি তাকে, আমার তীক্ষ্ণ শরজালে, যমালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

* শিব

এই রকম চিন্তা ক'রে, মহারাজ, অর্জুন কিরাতকে অসংখ্য শর বর্ষণ ক'রে আক্রমণ করল। সূর্যের রশ্মির মতো সেই সব শর কিরাতকে বিদ্ধ করল। কিন্তু, পর্বত যেমন শিলাবৃষ্টি নিজ দেহে গ্রহণ করে, শূলপাণিও তেমনি শরগুলি নিজদেহে লীন ক'রে নিলেন।
"দেখতে না দেখতে অর্জুনের সব তীর নিঃশেষ হয়ে এল। তার মনে পড়ল, খাণ্ডবদহনের সময় অগ্নির দেওয়া, তার এই তূনীর দুটি অক্ষয় – এদের তীর তো ফুরিয়ে যাবার কথা নয়।
"সে আবার ভাবতে লাগল:
কে এই নিষাদ? কে ইনি, আমার বাণে যাঁর কোনও আঘাতই লাগে না?
ধনুর অগ্রভাগ দিয়েই নিধন করা যাক একে।

"এইমতো চিন্তা করে, অর্জুন তার ধনুক দিয়ে কিরাতকে আক্রমন করল। ধনুকের ছিলা দিয়ে তাঁকে আকর্ষন করে, বজ্রমুষ্টি দিয়ে তাঁকে মারতে আরম্ভ করল।
"কিরাত, অর্জুনের দিব্যধনু কেড়ে নিয়ে, নিজের দেহের মধ্যে তা বিলীন করে নিলেন।
"যুদ্ধ শেষ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে অর্জুন তলোয়ার তুলে নিয়ে কিরাতের মাথায় আঘাত করল। কিন্তু, যে তলোয়ার কঠিন শিলাকেও ভেদ করতে পারে, তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিচূর্ণ হয়ে গেল তাঁর মাথায় লাগামাত্রই।

"তখন অর্জুন গাছ-পাথর তুলে ছুঁড়তে আরম্ভ করল, কিন্তু, পরমেশ্বর, কিরাতরূপী মহাদেব, সব অন্তর্লীন ক'রে নিলেন।
"মহাবীর পার্থ তখন সেই অদম্য কিরাতকে মুষ্ট্যাঘাতে জর্জর ক'রে দিতে চাইল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিরাতের মুষ্ট্যাঘাতে ব্যথিত হয়ে উঠল।
"তারপর তারা আরম্ভ করল মল্লযুদ্ধ। তাদের শরীরের ঘর্ষণে, আগুনের ফুলকি আর ধোঁওয়া বের হতে লাগল।
"অবশেষে, শিবের বাহুপেষণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, অর্জুন মৃতপিণ্ডের মতো ধরাশায়ী হল।

BENG.

"জ্ঞান ফিরে পেয়ে, অর্জুন, রক্তমাখা দেহে আর হতাশাভরা মনে উঠে বসল। তারপর, মাটি দিয়ে একটি শিব-লিংগ গড়ে, মহেশ্বরের পূজো করল। ভক্তিভরে সে শিবলিংগকে অর্পন করল এক ফুলের মালা।
"আর তক্ষুনি, একি! কি আশ্চর্য! মালা চলে গেল কিরাতের গলায়।
তা হলে...! স্বয়ং শিবই ইনি। আমার প্রতি একি অপার করুনা!
"অর্জুন মহেশ্বরের পায়ের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। জলদ-গম্ভীর স্বরে শিব বললেন:
তোমার বীরত্বপূর্ন প্রচেষ্টা দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে তোমার তুল্য বীর কেউ নেই।

আজ তুমি প্রমান করেছ যে, শক্তিতে আর বীর্যে তুমি আমার সমতুল্য।

এখন তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করছি।

আর, তুমি তোমার সব শত্রুকেই জয় করবে, এমন কি দেবতারাও যদি শত্রু হয়।

দিব্যদৃষ্টি পেয়ে, অর্জুন, মহাদেব আর মহাদেবীকে, তাঁদের স্বমূর্তিতে দেখে নিল।

"শত্রুপুরী-বিজয়ী পার্থ, হর-পার্বতীর সামনে নতজানু হয়ে, স্তব-স্তুতি করে তাঁদের সন্তুষ্ট করল।

"আর বলল:
হে দেবাদিদেব! আপনার দর্শনলাভের আশাতেই আমি, মহর্ষিদের বাসভূমি, এই পর্বতে এসে রয়েছি।
কিন্তু, হে শংকর, অজ্ঞানতা বশত: আপনারই সংগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার এ ধৃষ্টতা মার্জনা করুন।
"তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্জুনের হাত ধরে মৃদু হেসে বললেন:
তোমাকে ইতিমধ্যেই ক্ষমা করে দিয়েছি।
"তারপর দুজনে আলিঙ্গন করার পর বৃষধ্বজ মহাদেব অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন:
"পূর্বজন্মে তুমি ছিলে নর, বিশ্বমানবের প্রতীক। নারায়নের সহযোগে তুমি সমস্ত বিশ্বকে ধারন করেছিলে।

এই নাও তোমার গাণ্ডীব, যেটি একমাত্র তোমার হাতেই শোভা পায়। আর, এই হচ্ছে তোমার দুই তূনীর,...
...এ দুটি আগের মতো আবার অক্ষয় থাকবে। এখন, তোমার কি বর চাই বলো।
"অর্জুন বলল:
আমাকে, ব্রহ্মশিরা নামে খ্যাত, অমোঘ অস্ত্র পাশুপত দান করুন।
এই অস্ত্র নিয়ে আমি যাব যুদ্ধক্ষেত্রে আর যুদ্ধে পরাজিত করব কর্ণ, ভীষ্ম, কৃপ আর দ্রোণকে।
আমাকে এই পরম অস্ত্র দিন, যে অস্ত্র আমার আদেশে সৃষ্টি করবে শত-সহস্র শূল, ভীতিকর মুষল আর বিষধর সর্পের মতো হলাহলপূর্ণ অসংখ্য বাণ।

"মহেশ্বর বললেন:
হে পাণ্ডব, আমি তোমায় আমার প্রিয়তম অস্ত্র পাশুপত দান করছি।
তুমি এটি ধারণ, চালনা আর প্রত্যাহার করতে সক্ষম হবে।
শুধু মানব কেন, ইন্দ্র, কুবের, যম আর পবনের মতো দেবতারাও এই অস্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।
কিন্তু, হে পার্থ, হঠাৎ স্নায়ুপ্রবৃত্ত হয়ে এটি ব্যবহার কোর না।
ক্ষীণশক্তি কারুর ওপর এটি ব্যবহার করলে, এই অস্ত্র সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করে ফেলবে।
এই বলে শিব অর্জুনকে সেই ভীষণ অস্ত্র প্রদান করে তার প্রয়োগ ও প্রতিনিবর্তন বিদ্যা দান করলেন। আর সেই অস্ত্র, উমাপতি শিবের মতন অর্জুনের কাছেও এসে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করল।

"অর্জুন সেই অস্ত্র গ্রহন করা মাত্রই সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠল, তার পর্বতমালা, বনভূমি, তরুরাজি, সমুদ্র, জনপদ আর গ্রামকে নিয়ে। আর আকাশ-বাতাস রনরনিত হয়ে উঠল, শঙ্খ, দামামা আর ভেরীর সুগম্ভীর ধ্বনির সংগমে।

"আর সুরাসুর সবাই বেরিয়ে এল, অর্জুনের সেই শক্তিশালী আর দ্যুতিময় অস্ত্র গ্রহন করা দেখতে।

Indrajal.in

"তারপর অর্জুনকে স্বর্গে যাবার আদেশ দিয়ে, দেবাদিদেব, উমাদেবীর সঙ্গে, আকাশমার্গে আরোহন করে অন্তর্হিত হলেন।

হে মহারাজ! শিবের অন্তর্ধানের পরে, অর্জুন, মহাদেব যে নিজে তাকে দর্শন দিয়েছেন আর নিজহাতে তাকে স্পর্শ করেছেন, এই চিন্তায় আকুল হয়ে রইল!

"কিছুক্ষন পরে সে ভাবল:

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে! শত্রুবিজয় সম্পন্ন হয়ে গেছে বললেই হয়!

শক্তিধর পার্থ যখন এইরকম চিন্তা ক'রছে, জলেশ্বর বরুণ, তাঁর মণিময় তাম্র-বর্ণের দ্যুতিতে চারিদিক আলোকিত ক'রে তার সামনে এসে উপস্থিত হলেন।
"তাঁর সঙ্গে এল যত জলচর জীব, সাপ, জলের দেবদেবীরা, দৈত্য আর সাধ্যেরা।
"তারপর এলেন ধনপতি কুবের তেজোময় রথে চড়ে। তাঁর গায়ের রঙ জম্বু নদের জলের মতো স্বর্ণাভ। তাঁর সঙ্গে এল সব যক্ষেরা।

"অন্য এক বিমানে চড়ে এলেন কালেশ্বর যম – সমস্ত জীবের সংহারকর্তা, সূর্যপুত্র যমরাজের হাতে ছিল কালদণ্ড। তাঁর সংগে এলেন মনুষ্যরূপধারী মনুষ্যদের পূর্বতন পুরুষেরা।

"তার একটু পরেই এলেন দেবরাজ ইন্দ্র, ঐরাবত হাতীর পিঠে চেপে। তাঁর সংগে ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী ইন্দ্রাণী আর অন্য সব দেবতারা।

"তাঁরা সবাই নেমে এলেন সেই দ্যুতিমান বর্ণময় পর্বতচূড়ায়, আর, অধুনালব্ধ অপরিমেয় তেজেতে তেজোময়, অর্জুনকে দেখতে লাগলেন।

"তারপর, দক্ষিন দিকে অবতীর্ন, ধর্মরাজ যম বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন:

অর্জুন! চেয়ে দেখ। আমরা সব লোকপালেরা এসেছি, তোমার কাছে।

পূর্বজন্মে তুমি ছিলে নর নামক লোকাত্মা। ব্রহ্মার বিধানে তুমি মনুষ্যরূপে পুনর্জন্ম গ্রহন করেছ...

... বসু-অবতার, মহাবীর, ধর্মাত্মা ভীষ্মকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে। আর...

... ভরদ্বাজপুত্র দ্রোনের রক্ষিত ক্ষত্রিয়দের পরাভূত করতে। আর,...

... নবকবচ ও অন্যান্য যে সব দানবেরা মনুষ্য-রূপে জন্মগ্রহন করেছে, তাদের ধ্বংস করতে। ...

আর, আমার পিতা, সূর্যের, বরুণপুত্র কর্ণকে বধ করতে।

হে মহাবাহু, এখন নাও, আমার এই দুর্নিবার অস্ত্র, দণ্ড।

তখন, মহারাজ, কুরুবংশীয় অর্জুন সেই দণ্ড গ্রহণ করল। এই অস্ত্রের প্রয়োগ- ও নিয়ন্ত্রন-বিদ্যাও লাভ করল এর সঙ্গে।

"তারপর, পশ্চিম দিগন্তে অবতীর্ণ, বরুণ বললেন:

আমি দিচ্ছি তোমায় অমোঘ পাশ-অস্ত্র — আমার বরুণপাশ!

তারকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এই পাশ দিয়ে সহস্র সহস্র দানবদের বন্দী করেছি।

BENG

এই পাশ দিয়ে যমকে বন্দী করতে চাও তো, তিনিও এ পাশ এড়াতে পারবেন না।

"এরপর দেব-ভাণ্ডারী বৈশ্রবণ কুবের বললেন:

এই নাও শক্তিশালী জ্বালাময় অন্তর্ধান। এ অস্ত্র শত্রুদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

শিবের ত্রিপুরা-বধের সময় আমি এই অন্তর্ধান দিয়ে অসুরদের ভস্ম করেছি।

তুমিও এই অস্ত্র দিয়ে কৌরবসেনা নির্মূল করতে পারবে।

"অর্জুনের, প্রয়োগবিধিসহ এই সব অস্ত্র লাভ করার পর ইন্দ্র বললেন:

হে মহাবল কুন্তীপুত্র তুমি এখন দেবত্ব লাভ করেছ। তুমি এখন দেবতাদের বাস-ভূমি স্বর্গলোকে যাত্রা কর।

সেখানে গিয়ে দেবতাদের জন্য কিছু কাজ করতে হবে তোমায়। প্রস্তুত হও।

একটু বাদেই আমার সারথি মাতলি রথ নিয়ে আসবে তাকে নিতে।

"অনন্তর ধনঞ্জয় এই সব লোকপালদের দর্শনে বিমোহিত হয়ে ফল-জল দিয়ে তাঁদের পূজো করল।

লোকপালেরা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ লোকে ফিরে গেলেন।

ব্যাসদেবের অমর ইতিহাস মহাভারত-এর বৈশম্পায়নকৃত আবৃত্তির আমরা যে পরিবেশন করছি তার বিংশ পর্যায় এইভাবে শেষ হল।

অমর চিত্র কথা

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

প্রতিখণ্ড Rs. ৫/- টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:

উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

"Hey Sweeties, look what's new from NP"

Jelly Belly and Yogo

A SOFTY AT HEART — CHEWY ALL THE WAY

In fruity flavours you've never tasted before

Pop in a Yogo. Chew a creamy dream. Just one toffee. But what a juicy mouthful.

Pop in a Jelly Belly. Rock 'n roll around the hard coating. Bite it..... Crunch. The soft centre wins your heart - tang!

Get ready for more. Because you'll never lose your taste... long after they mmmelt.

NP CONFECTIONERY LTD.
135, Kaval Byrasandra, Bangalore 560 032.

Dattaram/NP/3A-86